যায়যায়দিন

তারিখ 20 NOV 2006
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইডেন কলেজের হল থেকে অবৈধ ছাত্রী বের করার অভিযান

ইডেন প্রতিনিধি

গত রবিবার দ্বিতীয় দিনের মতো ইডেন মহিলা কলেজের হলগুলো অবৈধ ছাত্রীমুক্ত করার অভিযান চালানো হয়। বেলা আড়াইটায় হস্টেল কমিটির কনভেনর সব বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষকদের নিয়ে আচমকা হলগুলোতে উপস্থিত হন। হস্টেল কমিটির সদস্যদের উপস্থিতির খবর হলগুলোতে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে হলে বাসরত অনাবাসিক ছাত্রীরা হল ত্যাগ করতে শুরু করে। হস্টেল কমিটির সদস্যরা হলের যেসব রুম অনাবাসিক ছাত্রী ও নেত্রীদের দখলে ছিল সেসব রুমে তালা লাগিয়ে দেন। সরেজমিন তদন্তে দেখা গেছে, হস্টেল কমিটির সদস্যরা জেবুন্নেছা ছাত্রীনিবাসের ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৩, ২০৩, ২০৬, ৩১১, ৩১৩, ৪১৩, ৪১৬, ২১১সহ অন্য অভিযুক্ত রুমগুলো তালা লাগিয়ে দেন। এরপর যাদের পরিচয়পত্র আছে শুধু তাদের হলে ঢুকতে দেয়া হয়। এ সময় হলগুলোতে কোনো ছাত্র নেত্রীর উপস্থিতি ছিল না। কিন্তু হলের বিভিন্ন রুমে তালা লাগিয়ে দেয়া এবং পরিচয়পত্র ছাড়া হলে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না— এ খবর কলেজে ছড়িয়ে পড়লে জেবুন্নেছা হলের সামনে ছাত্রীরা একত্রিত হয়ে হস্টেল কমিটির সদস্যদের কাছে এই সিদ্ধান্ত বাতিলের অনুরোধ করে। ছাত্রীরা জানায়, তাদের অধিকাংশ সম্মান ২য় ও ৩য় বর্ষ, এবং

পৃ২ » ক১

ইডেন কলেজের হল থেকে অবৈধ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্রী। তাদের হস্টেল সিট ভাড়া বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ জমা দেয়া আছে এবং সেই ব্যাংক রসিদও তাদের আছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের হস্টেলে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ ও পরিচয়পত্র ডিপার্টমেন্ট থেকে সরবরাহ করা হয়নি। এক্ষেত্রে তাদের ব্যাংক রসিদ চেক করে হলে ঢুকতে দেয়া হোক। কিন্তু হস্টেল কমিটির সদস্যরা তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে ক্ষুব্ধ ছাত্রীরা এ অন্যায় সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে এবং তারা হল ত্যাগ না করে হলের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার ঘোষণা দেয়। হস্টেল কমিটির পক্ষ থেকে ছাত্রীদের জানানো হয়, শিক্ষা সচিবের নির্দেশে এ কাজ করা হচ্ছে এবং তাদের সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন হবে না। ক্ষুব্ধ ছাত্রীরা রাস্তা অবরোধ করার ঘোষণা দিলে কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ থেকে বের হওয়ার সব গেট বন্ধ করে দেয়। এরপর ছাত্রীরা এ অন্যায় সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে স্লোগান দিতে দিতে পৃন্সিপালের কার্যালয়ের দিকে গেলে পৃন্সিপালের কার্যালয়ে ঢোকার সব গেটে তালা দিয়ে দেয়া হয়। ছাত্রীরা সেখানেই জড়ো হয়ে হলের তালা খুলে দেয়ার স্লোগান দিতে থাকে। ১৫ মিনিট পর হস্টেল কমিটির সদস্যরা গণিত বিভাগের প্রভাষক সিরাজুল ইসলাম পৃন্সিপালের পক্ষ থেকে ছাত্রীদের জন্য হল খুলে দেয়ার ঘোষণা এবং সব ধরনের বিশৃঙ্খলা পরিত্যাগ করে যার যার রুমে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। পরে হস্টেল কমিটির প্রতি প্রফেসর মাফিয়া খাতুন এক সপ্তাহের মধ্যে ছাত্রীদের আইডি কার্ডসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা হবে বলে ঘোষণা দেন। এ সভায় ছাত্রীরা প্রত্যেকের জন্য সিট বরাদ্দ করার দাবি জানালে তিনি বলেন, যারা নিয়মানুযায়ী সিটের জন্য আবেদন করেছে এবং টাকা জমা দিয়েছে তাদের প্রত্যেককেই তাদের প্রাপ্য সিট বুঝিয়ে দেয়া হবে। তিনি হস্টেল কমিটির পক্ষ থেকে যায়যায়দিনকে জানান, হলগুলোকে অবৈধ ছাত্রীমুক্ত করার এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। সামনে অবরোধ থাকায় এবং ছাত্রীদের আইডি কার্ড সরবরাহ সমস্যার কথা বিবেচনা করে সাময়িকভাবে ছাত্রীদের হলে অবস্থানের অনুমতি দেয়া হয়েছে। বৈধ ছাত্রীদের পরিচয়পত্র সরবরাহ সম্পন্ন হলে আবারও যতো দ্রুত সম্ভব হলগুলোতে অনাবাসিক ছাত্রীদের উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে।